বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
পুনঃ সচল, সংস্কার ও রূপান্তর

নতুন রূপকল্প, পরিচালন-নীতি ও আশু করণীয়

ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ
অনারারি অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান
থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান আইনের পর্যালোচনা

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আইন, ১৯৮৯ এর ধারা ২ থেকে ধারা ১৩ এর ৩ নং উপধারা পর্যন্ত কোথাও বস্তুত এই একাডেমি বলতে রাষ্ট্র কী মনে করে এবং এর ভিশন (রূপকল্প) কী তা স্পষ্ট হয় না।
- এই আইনের ৪ নং ধারা অনুযায়ী “একাডেমীর সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং পরিষদ সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কাজ করিতে পারিবে যাহা একাডেমী কর্তৃক প্রযুক্ত ও সম্পন্ন হইতে পারে।”
- কিন্তু সাধারণ পরিষদ গঠনের বিধি সম্বলিত ৫ নং ধারায় বর্ণিত ১৩টি উপধারা পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, একাডেমি যেন সরকারের আজ্ঞাবহ একটি দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত ও পর্যবসিত হবার ঝুঁকিতে পতিত হয়েছে।
- অথচ ৩ নং ধারার ২নং উপধারায় বলা হয়েছে “একাডেমী একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে।”

বর্তমান আইনের পর্যালোচনা

- একাডেমির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত ৭ নং ধারায় বর্ণিত ১৫টি উপধারাগুলির অস্পষ্টতা, সীমাবদ্ধতা ও অপপ্রয়োগে বিগত সকল শাসনামলেই লক্ষ্য করা গেছে।
- ফলে, পদলেহী শিল্পীদের দ্বারা সরকারি শিল্পকর্ম যাচ্ছেতাইভাবে সৃষ্টি করে একাডেমি একটি অনুগত ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

রূপকল্প

- অতএব, ২০২৪–এর রক্তস্নাত জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-উত্তর এই সময়কে একদিকে সম্ভাবনাময়, অন্যদিকে, এক ক্রান্তিক্ষণ রূপে বিবেচনা করা যায়।
- এমন একটি সময়ে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বর্তমান আইনের ৪ থেকে ১৩ নং ধারা পর্যন্ত স্থগিত বা বাতিল করার প্রয়োজনীয়তার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।
- তাই, একাডেমির ভিশনকে পুনরায় নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা এখন এই নতুন সময়ের নতুন দাবিতে পরিণত হয়েছে।
- গতকাল যেমন প্রধান উপদেষ্ঠার সঙ্গে সচিবদের বৈঠকেও সকল স্তরে সংস্কার পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের তাগিদ লক্ষ্য করা গেছে।
- প্রধান উপদেষ্টা এবং ছাত্র-নাগরিক সমাজের মধ্যে হাজির সেই তাগিদ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নতুন রূপকল্প নির্ণয় করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

রূপকল্প

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি হবে বিবিধ সংস্কৃতির হাজার মালভূমি দিয়ে গঠিত সৃষ্টি-কৃষ্টির এক যৌথ জমিন।
- এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক নেতা, এক ভাষা, এক ধর্ম ও এক মতাদর্শ ভিত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চাকে একাডেমি সর্বদা “না” বলবে।
- বরং, বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু ভাবাদর্শ ভিত্তিক সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য-আনন্দের এক সংলাপাত্মক জনগণতান্ত্রিক শিল্প-পরিসর রূপে গড়ে উঠবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
- দেশজ সংস্কৃতি ও বিশ্ব-সংস্কৃতির যোগসাধন করে একাডেমি এক নতুন দিনের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সেতুবন্ধন ঘটাবে।
- সংস্কৃতি কেবল আনন্দ-বিনোদনের ক্ষেত্র নয়।

রূপকল্প

- সংস্কৃতি হলো সেই নান্দনিক ক্রিয়া যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল নাগরিকের সম্মিলিত জীবনীশক্তির পরিচয় প্রতিফলিত হয়।
- সংস্কৃতির চর্চায় জাতীয় জীবনের প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি করা যায়।
- কেননা সংস্কৃতি জীবনের অর্থ নির্মাণ করে।
- জীবনের বিকাশ ও রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি মানবজীবনের একেবারে কেন্দ্রে থাকে।
- কারণ, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশে-উৎকর্ষে-সৃজনে-গঠনে-রূপান্তরে-সমৃদ্ধিতে সংস্কৃতি মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করে, সঞ্জীবনী ভূমিকা পালন করে।

রূপকল্প

- এখানে দুটো দৃষ্টান্ত প্রাসঙ্গিক:
- সদির নৃত্য ১৯৩২ সালে রুক্মিণি দেবী ভরতনাট্যম-এ রূপান্তর করে বিশ্বে ভারতীয় আত্মপরিচয় তুলে ধরে সাংস্কৃতিক গৌরব অর্জন করে চলেছে।
- সিঙ্গাপুর ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করার পরও সাংস্কৃতিক অভিজাত্য সন্ধানে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- বাংলাদেশে ইসলাম প্রশ্নে যুক্ত হয়ে দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, ইসলামের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চর্চার কোনো বিরোধ নেই।
- সেই বিরোধিতার দর্শন ও বাস্তবতার জ্ঞান নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আরও সবল বেগে পরিচালিত হতে হবে।

একাডেমির নতুন বৈশিষ্ট্য তালাশ

- পূর্ববর্তী রেজিমে সৃষ্ট একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক স্বৈরতান্ত্রিক পরিচালন-পদ্ধতি ও স্বভাবকে বদলে দিতে হবে।
- স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক একাডেমিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে।
- দীর্ঘমেয়াদে একে একটি কার্যকর বহুত্ববোধক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

একাডেমির নতুন বৈশিষ্ট্য তালাশ

- এই অভিলক্ষ্য নিয়ে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- এই জন্য নীতিনির্ধারণী সম্মতি ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দৃষ্টান্ত অনুসরণে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংগঠক-সাংস্কৃতিক উদ্ভাবকদের ফেলো রূপে গণ্য করে চর্চা ও গবেষণার সংশ্লেষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে যথার্থ অর্থে ‘একাডেমি’ রূপে গড়ে তুলতে এই মুহূর্তে কাজ শুরু করতে হবে।

একাডেমির নতুন বৈশিষ্ট্য তালাশ

- কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত—উভয় প্রকার সংস্কার ও রূপান্তরের লক্ষ্যে রূপরেখা প্রনয়ণ করতে হবে।
- এই কাজের জন্য মহাপরিচালককে সহায়তা করতে প্রয়োজনে খণ্ডকালীন এক বা একাধিক পরামর্শক-উপদেশক-গবেষক নিয়োগ দিয়ে অতি দ্রুত একটি সংস্কার সেল গঠন করতে হবে।

বাজেট বৃদ্ধি ও এর নীতি

- তাই, রাষ্ট্রের রূপান্তরেও কেবল ‘ইনফ্রাস্ট্রাচারাল ডেভেলপমেন্ট’ নয় বরং ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট’ ধারণাকে একটি অন্যতম নীতিরূপে গণ্য করতে হবে।
- এই নীতি অনুযায়ী সংস্কৃতি খাতে জিডিপি’র কমপক্ষে তিন শতাংশ বরাদ্দ দিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে আর্থিকভাবে সক্ষম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার প্রয়োজন স্বীকার করে প্রযোজ্য সমর্থন ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

একাডেমির বিকেন্দ্রীকরণ

- একাডেমির বাজেট বাড়িয়ে জেলা ইউনিটগুলিকে স্থানীয় সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসিত এককে পরিণত করতে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকরতে হবে।
- স্থানীয় বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিগুলির প্রদর্শন, পুনঃসৃজন ও উদ্ভাবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।
- কারণ, লোকজ শিল্পী ও জনগণের পরিসর রূপে জেলা শিল্পকলা একাডেমিগুলিকে গড়ে তুলবার আর কোনো বিকল্প নেই।

সাংস্কৃতিক চর্চায় কট্টরপন্থী বাধা অপসারণে সরকারের দায় ও দায়িত্ব

- মুক্ত সাংস্কৃতিক চর্চায় সকল প্রকার কট্টরপন্থী অসহিষ্ণু মতাদর্শিক ও ধর্মীয় বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ও মোকাবিলা করতে হবে।
- এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় নীতি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাংস্কৃতিক সুরক্ষা বলয় ও ‘কালচারাল জাস্টিস’ নিশ্চিত করার সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার থাকতে হবে।

রাষ্ট্র, সরকার ও একাডেমির ত্রিমুখী সম্পর্ক

- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সরকারি যথেচ্ছাচারমূলক ইচ্ছা পূরণের তল্পিবাহক প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হবার দুষ্টচক্র থেকে শিল্পকলা একাডেমিকে বের করে আনা এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি।
- বর্তমানে রাজনৈতিকভাবে গঠিত জনগণের সাংস্কৃতিক ইচ্ছাকে উপলব্ধি করে একাডেমিকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে প্রয়োজন সর্বাত্মক জরুরি তৎপরতা।

রাষ্ট্র, সরকার ও একাডেমির ত্রিমুখী সম্পর্ক

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে এই দেশের জনগণের বহুত্ববোধক সাংস্কৃতিক ইচ্ছার কাছে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য করতে হবে।
- এবং এর মহাপরিচালককে সাংস্কৃতিক উপদেষ্টার নিকট দায়বদ্ধ থাকতে হবে ও জবাবদিহিতা প্রদান করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্বসমাজের যোগ

- বর্তমানে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার সাংস্কৃতিক চিন্তা অনুযায়ী বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে শুধুমাত্র একরৈখিকভাবে কল্পনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্বসমাজের যোগ

- দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে অপরাপর বৈশ্বিক সংস্কৃতির সংলাপ ও সংশ্লেষ ঘটাতে হবে।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে, তাই, বিশ্বযোগ ঘটাবার কালচারাল ডিপ্লোম্যাসি ও গ্লোবাল ক্রিয়েটিভিটির ভরকেন্দ্র হিসেবেও ভাবতে হবে।
- এবং একাডেমির সংস্কার ও রূপান্তরের জন্য গৃহীত সকল উদ্যোগে এই ভাবনাকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

দুর্নীতিমুক্ত একাডেমি গঠন এবং আশু করণীয়

- দুর্নীতির অসৎ প্রক্রিয়া অনুসন্ধান, দুর্নীতির কারণ চিহ্নিতকরণ ও নিশ্চিহ্নকরণে আশু পদক্ষেপ গ্রহণকরতে হবে ।
- সেই লক্ষ্যে একজন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার স্বল্পকালীন সময়ে নিয়োজিত করে আর্থিক দুর্নীতির খাত ও কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে।
- সেই মোতাবেক আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেই কেবল একাডেমির নতুন অভিযাত্রা সূচনা করা সম্ভব।

আশু করণীয়

- ২১টি জেলার শিল্পকলা একাডেমি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেগুলি সচল ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মহাপরিচালকের জরুরি ভিজিট ও পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন হবে।
- এই কাজে, সর্বক্ষেত্রে, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের সংযুক্তি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই যোগসাধনে কী করণীয় তা সর্বাগ্রে নির্ধারণ করতে হবে।
- কেন্দ্রীয় শাখায় কনজারভেটরি স্থাপন করে বহুমুখী শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ-সৃজন কর্ম দ্রুত সূচনা করে জনগণের আস্থা ফেরাতে হবে।

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে করণীয়

- এই তিন কালপর্বে, একাডেমিকে নতুন দেশের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সচল করতে বস্তুত দরকার হলো সংস্কার ও গণতান্ত্রিক রূপান্তর।
- এই লক্ষ্য পূরণে মহাপরিচালকের দায়-দায়িত্ব,ক্ষমতা-পদসোপান ও জবাবদিহিতা অবশ্যই পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

ধন্যবাদ